সংবাদ

তারিখ 26 JUL 2013
পৃষ্ঠা 2 কলাম

চাকরিপ্রত্যাশী ছাত্রলীগের হাতে ইবি সহকারী রেজিস্ট্রার প্রহৃত

▶▶ মেইন গেটে তালা

প্রতিনিধি, ইবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির জন্য সুপারিশ করে ভিসির কাছে পাঠানো তালিকায় নিজেদের নাম না থাকায় মোর্শেদ নামে স্টোর শাখার এক সহকারী রেজিস্ট্রারকে মারধর করেছে সাবেক ছাত্রলীগের চাকরি প্রত্যাশী কয়েকজন নেতা। পরে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেয়। গতকাল দুপুরে অনুষদ ভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে ইবি প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন শাপলা ফোরামের বৈঠক চলাকালে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল বেলা ১১টার দিকে শাপলা ফোরাম ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় শাপলা ফোরামের শিক্ষকরা ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহবুবর রহমান, প্রেস প্রশাসক প্রফেসর ড. পরেশ চন্দ্র বর্মণসহ কয়েকজন আবাসিক শিক্ষকের পদত্যাগ দাবি করেন। কিন্তু ভিসি তাদের এ দাবির কোন যৌক্তিকতা নেই বলে জানালে তারা ভিসি অফিস থেকে বেরিয়ে এসে অনুষদ ভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে সিনিয়র শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠকে বসে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে তারা দুপুরে ছাত্রলীগের সঙ্গে বৈঠকে করেন। এ সময় শাপলা ফোরামের সভাপতি মাহবুবুল আরফিন ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেনসহ প্রায় ১২ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা চাকরি না হওয়ার জন্য স্টোর শাখার সহকারী রেজিস্ট্রার মোর্শেদকে দোষারোপ করেন। তারা বলেন, ভিসির কাছে চাকরির জন্য সুপারিশ করে পাঠানো তালিকায় তাদের নাম রাখা হয়নি। অথচ সাবেক নেতারা ঠিকই তালিকায় তাদের আত্মীয়স্বজনের নাম রেখেছেন। এ নিয়ে সহকারী রেজিস্ট্রার মোর্শেদের সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতাদের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে ছাত্রলীগের সাবেক নেতা আশিকুর রহমান রাপান, মো. আলী শিমুল ও মাহমুদ হাসান লেলিন মোর্শেদকে মারধর করে। এ সময় চরম হট্টগোল শুরু হয়। পরে উপস্থিত শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে তাদের শান্ত করা হয়। এ বিষয় সহকারী রেজিস্ট্রার মো. মোর্শেদ বলেন, যে বহিরাগত সন্ত্রাসীরা আমাকে আঘাত করল আমি জানি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিবে না। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর হামলার বিচার হয় না সেখানে কর্মকর্তাদের মারধরের বিচার হবে না আমি নিশ্চিত। তিনি আরও বলেন, এক সময় আসবে সবাই যখন লাঞ্ছিত হবে তখন হয়তো সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ সম্ভব হবে।'

এ বিষয়ে শাপলা ফোরামের সভাপতি মাহবুবুল আরফিন বলেন, ছাত্রলীগের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন বৈঠক হয়নি। তারা এমনিতেই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।' এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ নেতা আশিকুর রহমান রাপানের ফোনে কল করলে তিনি রিসিভ করেননি। এছাড়া মাহমুদ হাসান লেলিনের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

পরে দুপুর আড়াইটার দিকে চাকরি প্রত্যাশী ছাত্রলীগের নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটে তালা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়। প্রায় আধা ঘণ্টা পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে চাকরি দেয়ার আশ্বাসে তারা প্রধান ফটকের তালা খুলে দেয়।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকার বলেন, হামলার ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।